মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান চালান পুলিশ।

ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার আদালতের পারোয়ানভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বৃত্তিতে এগিয়ে সন্ধানী ও জিনিয়াস

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণদের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায়ী শিক্ষা শাখার নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করেছ। মেহেরপুর জেলায় মোট ১১৪ জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির আওতায় এসেছে। এদের মধ্যে মেধাবৃত্তি পেয়েছেন পাঁচজন, উপজেলা কোটাতে পেয়েছেন ছয় জন এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছেন মোট ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৭৮১ জনের মেধা ও সাধারণ বৃত্তি প্রদানের

রশিদা আনজুম স্নেহা ও সালমা খাতুন।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জান্নাতুল ফেরদৌস প্রীতি, আনিসা শর্মিলা, মোছাঃ আয়েশা আক্তার, লীলা খাতুন, আয়েশা খান, মিস বর্ষা আক্তার বিজলী ও তাপসী সাহা।

জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মোছাঃ নিষাত জামান ও মোছাঃ সিমলা খাতুন। মোমিনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ নওশীন জাহান। সুবিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোঃ আজাদ আলী। আর আর উচ্চ বিদ্যালয় সৈয়দ জুবায়ের হাসান সাবিত ও মোঃ সোহান আহমেদ।

শ্যামপুর শালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানজিদা আক্তার এবং হাতিভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস।

গাংনী উপজেলা তালিকায় রয়েছে, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ সিয়াম ইসলাম সাম্য, হাসিন রায়হান, মোঃ নাফিস ফুয়াদ, মোঃ আরাফাত হোসাইন, মোঃ মাশরাফি আল শামস উৎস,আহনাফ ইসলাম বর্ণিল, আফিফ আহমেদ, মোঃ তারেক রহমান, তাসনিয়া তাহসিন, আফরিন আঞ্জুম মিফতা,মোছাঃ নাজবিন জাহান নেহা, উম্মে মুশফিকা সুধা, মুমতারিন ইসলাম তমা, মুমতাহিন ইসলাম প্রিয়া, অনিকা তাবাসসুম, শাহরিয়ার আহমেদ, মোঃ বাইজিদ বোস্তামী ও ইয়াসমিন আরাবী।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের জান্নাতুন নাহার চাঁদনী।বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হোসাইন আদ্রিতা ইমরোজ, সাদিয়া তুত তাইয়েবা, মোছাঃ সাদিয়া আফরোজ ও লাবিব মাহমুদ।ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজয় কুমার শর্মা ও আব্দুল্লাহ আল নোমান।গাংনী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মোঃ জুবায়ের আহমেদ,মোছাঃ শামিহা নূর তানজিম, মোঃ সামিউল হোসেন, সেলিম রেজা, ফইরুজ ফারিহা ও মোছাঃ কানিজ ফাতিমা হুরাইয়া।জোড়পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের রেয়ান আহমেদ, মোঃ রাশিদুল ইসলাম ও মোঃ ফাহাদ আলী।হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরষউদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের শাহজাদা আলম ও মো: সোহান আলী।বামুন্দি নিশিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাতেমা আজমী।এম এইচ এ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সীমা খাতুন, মোছাঃ সোহানা খাতুন ও মোছাঃ রত্না খাতুন।কুমারীডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ তিশা খাতুন। জে টি এস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ফাতেমা আক্তার হাসি। কে এন এস এইচ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানজিদা সিদ্দিকা ফাতিমা।বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোছাঃ বুশরা খাতুন ও মোঃ নূর হোসাইন। এন পি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ মাহী।

লুৎফুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় মোঃ রাজা মিয়া এবং মোহাম্মদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মোঃ সাইফ হাসান ফাহিম।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ইসরাত জাহান, আফসানা মিমি শান্তা, মোছাঃ সাবিকুন্নাহার তিশা, মোঃ আব্দুল মালেক। বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিয়ন কারিগর, সানিয়া মন্ডল, মনিষা মন্ডল ও তামিম ইকবাল। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোঃ শাহরিয়ার নাফিস। আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমির মো: আবু সাইদ এবং মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাহফুজ আলাম সিনহা।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার বিকল্প নাই-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আগামী নির্বাচন ২০২৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। নৌকায় মানুষ ভোট দিয়েছিলো বলে একসময় দেশ স্বাধীন হয়েছিল। আবার নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে এখন দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের এক রোল মডেল। এই ধারাবাহিকতা রক্ষায় আগামী নির্বাচনেও আপনাদেরকে নৌকায় ভোট দিতে হবে।

সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর বিকালে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে আয়োজিত গণসংযোগ ও পথসভায়ায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন একথা বলেন। এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ইসলামপুর, সাহেবপুর, ভবনন্দপুর ও টেংরামরি গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভায় অংশ নেন তিনি।

এর আগে প্রতিমন্ত্রীর ফরাদ হোসেন এমপির আমদহ ইউনিয়নে আগমন উপলক্ষে এর আগে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকনের

নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এক বিশাল মোটরসাইকেল র্যালির মাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীকে বরণ করে নেন। এবং স্থানীয় জনগণ তাকে শুভেচ্ছাসহ বরন করে নেন।

মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জামায়াত- বিএনপির সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে পৌর ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা রাতুলের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে দেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

এসময় বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ছহিউদ্দিন কলেজ ছাত্রনেতা পিন্টু, অমিত, রাব্বি, রাসেল, রকিবুল, লতিফ, সুরুজ, আবির, শাহিন সহ পৌর ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত

“শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন “শব্দ ভান্ডারের দক্ষতা মানুষের যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে, সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসার ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। বেলা ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতার পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্ষা শেষে খাতা মুল্যায়ন করে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর এডমিন অফিসার অশোক মালাকার এর সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিভোব দেওয়ানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম, মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজের সাবেক প্রফেসর বাকের আলী।

ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসার ৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৫ জন বিজয়ী হয়।

গুডনেইবারর্স আয়োজিত ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় ৯৫ জন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রী সাদিয়া আক্তার মাহি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ছাত্রী সুমাইয়া, তৃতীয় স্থান অধিকার করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মুশফিকুর, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এর ছাত্রী মারিয়া আক্তার ও রিয়া খাতুন।

অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট, বই এবং সার্টিফিকেট উপহার হিসাবে তুলে দেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে বিএনপি’র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর বিকালে শহরের কলেজ মোড়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিলটি এক কথায় জনসমুদ্রের পরিণত হয়।

সমাবেশে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন। অনতিবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশের প্রেরণের অনুমতি দিতে হবে। নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে কোন নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। সমাবেশে যে লোক সমাগম হয়েছে, তারা এসেছে ভালোবাসা থেকে। মাসুদ অরুন কখনো টাকা দিয়ে মানুষ আনে না।’

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাংগাঠনিক সম্পাদক অ্যাড. মারুফ আহম্মেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে

জেলা জাতীয় পার্টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জেলা জাতীয় পার্টি আহবায়ক আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আব্দুস সবুর আসুদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মোবারক হোসেন আজাদ, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গোলাম মোহাম্মদ রাজু, বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ন দপ্তর সম্পাদক সমরেস মন্ডল মানিক, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য শেখ হুমায়ুন কবির শাওন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক এ্যাড. সহরাব হোসেন।

সম্মানিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মেহেদী হাসান শিপন, মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল হাদী।

জেলা জাতীয় পার্টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ন আহবায়ক কেতাব আলী ও জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য আব্দুল মান্নান।

এছাড়াও মেহেরপুর জেলা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের জাতীয় পার্টি বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্ত করণ স্থাপনার উদ্বোধন

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্তকরণ স্থাপনার উদ্বোধন ও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উদ্বোধন ও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার পিপিএম সেবা মোঃ রাফিউল আলম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্বাস উদ্দিন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শরিফুল ইসলাম।

এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক শরিফুল ইসলাম।

পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্তকরণ স্থাপনার উদ্বোধন ও অভিভাবক সমাবেশে সঞ্চালনা করেন সুলতানা রাজিয়া টনি। এছাড়াও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্তকরণ স্থাপনার বাস্তবায়ন করেন বাংলাদেশ ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর প্রোগ্রামার।

ডা. রমেশ ক্লিনিকে অপারেশনের পর রোগীর মৃত্যু, ২০ লাখ টাকায় রফা

মেহেরপুর শহরের একটি বেসরকারি ক্লিনিক ‘ডা. রমেশ ক্লিনিকে’ এপেন্ডিকস অপারেশনের পর স্বর্ণালী খাতুন নামে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। স্বর্ণালী ঐ ক্লিনিকেরই সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার পর রোগীর আত্মীয়-স্বজন ক্লিনিক ঘেরাও করে হামলার

চেষ্টা করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

নিহত স্বর্ণালী মেহেরপুর পৌর এলাকার হোটেল বাজার পাড়ার মৃত আদম শেখের মেয়ে এবং মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার সাদ্দামের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুর পৌর এলাকার মল্লিক পাড়ার রমেশ ক্লিনিকে বহিরাগত চিকিৎসক মস্তফা কামাল জাহিদের পরামর্শে এপেন্ডিক্সের অস্ত্রপচার করা হয় সেখানকারই কর্তব্যরত সিনিয়র নার্স স্বর্ণালী খাতুনের। কিন্তু অপারেশন শেষে পোস্ট অপারেটিভ বেডে নিতেই স্বর্নালীর কার্ডিয়াক এরেস্ট হলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয় বলে জানায় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ ঘন্টায় অবস্থার উন্নতি না হলে রমেশ ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকায় নেওয়ার ব্যবস্থা করে। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে ঢাকায় নেওয়ার পথে পথিমধ্যে তার মৃত্যু ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস যাবৎ স্বর্ণালী পেট ব্যাথায় ভুগছিল। বৃহস্পতিবার ওটিতে চিকিৎসকদের সাথে চারটি অস্ত্রোপচারে অংশ নেওয়ার পর ক্লিনিকে আসা বহিরাগত চিকিৎসক

মোস্তফা কামাল জাহিদকে স্বর্নালী সমস্যার কথা জানালে চিকিৎসক তাকে অস্ত্রপচারের পরামর্শ দেয়। স্বর্নালীর স্বজনদের না জানিয়েই কোনরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই ক্লিনিকে তার এপেন্ডিক্স অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে তার চেতনা না ফেরাতে এলাকায় স্বর্ণালীর মৃত্যু হয়েছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনগন ক্লিনিক ঘেরাও করে। সেসময় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তার স্বামী সাদ্দামের কাছ থেকে বণ্ডে স্বাক্ষর নেয় (নিয়মানুযায়ী অস্ত্রোপচারের আগে নেওয়ার কথা) এবং মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করে।

নিহতের মামাতো ভাই রুবেল অভিযোগ করে অপারেশনের রাতে বলেন, ‘আমার বোনের অপারেশনের সময় ডাক্তার ছিলো না হাসপাতালের কর্মচারী হাবিব এনেস্থিসিয়া করেছে আর ম্যানেজার শহিদুল অপারেশন করেছে। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।’

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিলন বলেন, বৃহস্পতিবার আমার সামনেই ডা. মেহেদী হাসান বলেছিলেন এনেস্থিসিয়া ইনজেকশন হাবিব দিয়েছে।’

নিহত স্বর্ণালী দেবর সায়ন বলেন, ‘পরিবারের লোকদের না জানিয়ে এবং কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কিভাবে তারা অপারেশন করলো সেটাই

আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোনদিন শুনি নাই যে, এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করতে যেয়ে রোগী মারা যায়। তদন্তসহ এই ঘটনার বিচার দাবি করছি। ‘

২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল পৌনে চারটায় স্বর্নালীর মরদেহ মেহেরপুর এসে পৌছালে এলাকাবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও ক্লিনিকটি সীলগালা করে দেওয়ার দাবী জানায়। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশের অনুরোধে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ মৃতের স্বজনরা আলোচনায় বসে এবং ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ মৃতের পরিবার কে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘটনার মিমাংসা করে বলে জানা গেছে।

তবে, মেহেরপুর থেকে এবং ঢাকা থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসার সময়ের মধ্যে মৃত দেহকে কখন গোসল করানো হলো এবং কাফন পড়ানো হল এটা নিয়েও এলাকাবাসীর রয়েছে প্রশ্ন। ঢাকা থেকে ফিরে আসা এম্বুলেন্সে নার্স স্বর্ণালী খাতুন কে কাফন পড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। এ বিষয় জানতে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

এঘটনায় অর্ণব, রুবেল, ইমন সহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, গত দুই মাসে এ নিয়ে রমেশ ক্লিনিকে তিন জন কর্তৃপক্ষের অবহেলায় অপারেশন টেবিলেই প্রান হারিয়েছেন এবং এবছরে মোট পাচ জন মারা গেছেন। ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেয়া উচিত।

এনেস্থিসিয়ার চিকিৎসক ডা. মেহেদী হাসান ঘটনার রাতে বলেছিলেন তার পরিবর্তে ঐ ক্লিনিকের এক কর্মচারী হাবিব স্বর্নালীর এনেস্থিসিয়া করেছিলো। এবিষয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হতে সরাসরি ও ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করেও ডা. মেহেদী হাসানের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তিনি আত্মগোপনে চলে গেছেন।

মেহেরপুর পৌর ৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার নুরুল আশরাফ রাজিব মুঠোফোনে জানান, বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে আছেন। তিনি বলেন, ‘শুধু রমেশ ক্লিনিকেই নয় মেহেরপুর শহরের অন্যান্য ক্লিনিকেও এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। ভুল চিকিৎসা অথবা চিকিৎসা জনিত অবহেলাতে রোগীর মৃত্যু ঘটছে আর পরবর্তীতে রোগীর স্বজনদের সাথে আর্থিক বিনিময় করে ঘটনার মীমাংসা করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। এধরণের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যারা তাদের বিচারের আওতায় আনা উচিৎ।’

অস্ত্রোপচার ও পরবর্তী ঘটনা পরিক্রমা সহ আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি

নিশ্চিত হতে ডঃ রমেশ ক্লিনিকের ম্যানেজার শহিদুল ইসলামকে বার বার মুঠোফোনে কল দিলেও তিনি কল রিসিভ করেন নি। ক্লিনিকে গেলে বলা হয় তিনি বাইরে আছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শহর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, ‘অস্ত্রোপচারের সময়েই মুলত রোগী কোমাতে চলে গেছিলো। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে স্বর্নালীর ফুসফুসটি সচল রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে শুক্রবার দিবাগত রাত চারটার সময় রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকাতে রেফার্ড করা হয়।’

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি, কেউ অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলাম। ঘটনার দিন থেকেই পরিবারের সদস্যদের বলা হয়েছে অভিযোগ দিতে, কিন্তু তারা কোন অভিযোগ দেয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দেয়া হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ‘ কোন আর্থিক লেনদেন হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন করলে ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন,’ আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাইরে অবস্থান করছিলাম। লেনদেন হয়েছে এমন একটা কথা শুনেছি। তবে সঠিক তথ্য আমার জানা নাই।’

তবে, মিমাংসাকারী মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তারা কিছুই বলতে রাজি হননি।